এই ধর্মপোদেশের বিশেষ বিশেষত্ব কি ?

যারা আরবী জানে, অথবা যারা নুন্যতম কুরআন পড়তে পারে তারা অবশ্যই নুকতা বিশিষ্ট অক্ষরগুলোর গুরু ত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন । এ অক্ষর গুলোর তালিকা নিম্মে দেওয়া হল । এবং অক্ষরগুলো আরবী বক্তৃতা, বিবৃতি, লিখায় সব সময় ব্যবহৃত হয়ে আসছে ।

ش ب ت ن ض ث ق ف غ خ ج ز ظ ذ ي

উপরোক্ত বর্ণগুলো ছাড়া অর্থপূর্ন শব্দগঠন অত্যন্ত কঠিন কাছ। হয়রত আলী (আঃ) যেমন তাঁর সকল ধর্মোপদেশ উপরোক্ত নুকতা বিহীন হরফ দ্বারা করেছেন তেমনি পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া এমন একটি ধর্মোপদেশ তৈরী করা অত্যন্ত বিস্ময়কর বটে!
[টীকা: *তা* অক্ষর আগের দিনে আরবী ভাষায় নুকতা ছাড়াই ব্যবহৃত হত]

এমন কি আর কোন ধর্মোপদেশ আছে?

ইমাম আলী আর একবার এমন একটি ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন যাতে *আলিফ* অক্ষরটি ছিলনা!!

আলিফ অক্ষরটি প্রায় প্রতিশব্দেই দেখা যায় । যদি নুকতা বিহীন হরফ ছাড়া কয়েকটি লাইন লিখা কঠিন হয়, তাহলে আপনারা যে সারমনটি দেখেছেন তা অপেক্ষা আরও কয়েকগুন বক্তৃতা *আলিফ* অক্ষর ছাড়া কত কঠিন কত জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষনতার পরিচায়ক ।

এই ধর্মাপদেশটিকে বলা হয় *আল-খুতবা আল-মুনিকা* এবং তা বহু মুসলিম পন্ডিতগন সংগ্রহ করেছেন । সুন্নী পন্ডিতদের মধ্যে যাঁরা তা করেছেন তাদের মধ্যে উলেখ যোগ্য:

- মুহম্মদ বিন মুসলিম আল-শাফীই, কিফায়াত আল-তালীব, পৃঃ ২৪৮
- ইবনে আবিল হাদিদ আল-মুতাজিলি, শরহে নাহজ আল-বালাগাহ্, খন্ড ১৯ পৃ: ১৪০

হজরত আলী (আঃ) এমন কৃতিত্ব পূর্ন কার্যের অধিকারী হলেন কিভাবে?

ইমাম আলী (আঃ) মুহম্মদ (সঃ) এর নিকট অত্নীয়, এবং তাঁর সহিত গভীর সম্পর্কের কারনে অগাত পন্ডিত্য এবং অসাধারন বাকপটুতার অধিকারী হন । মহানবী (সঃ) ঐশী অনুপ্রেরনায় প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের উৎস ছিলেন আর তিনিই ছিলেন আলী (আঃ) এর শিক্ষক ।

আর ও ইসলাম সম্পর্কে নির্ভর যোগ্য জ্ঞানের জন্য, যা নবী (সঃ) শিক্ষা দিয়েছেন ও আলি (আঃ) ব্যাখ্যা করেছেন দেখুন:

http://al-islam.org/faq/

v1.0

নবী (সঃ) বলেন:

আমি জ্ঞানের গৃহ এবং আলী তার দরজা

(*সহী আল তিরমিজি*, (মিশর সংস্করন), কিতাব আল মানাকিব, খন্ড-৫, পৃ:-৬৩৭, হাদিস সংখ্যা ৩৭২৩)

যে ধর্মাপদেশের কোন যতি চিহ্ন নেই

সকল ধরনের মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে হযরত আলী বিন আবু তালিব জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বাগ্মীতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ । তাঁর একটি উপস্থিত ধর্মাপদেশপূর্ন আরবী বক্তৃতার লিখিতরূপে কোন যতি চিহ্নের প্রয়োজন ছাড়াই তা সুস্পষ্ট অর্থ প্রদান করে এতে তাঁর আরবী ভাষার উপর দখল ও জ্ঞানের গভীরতার প্রমান বহন করে!!

সকল প্রশংসা আলাহর জন্য যিনি প্রশংসিত এবং সম্রাটের সম্রাট, হেপ্রান অধিকর্তা সকল সৃষ্টি জীবনের স্রষ্টা, নির্যাতিতদের সহায়, ভু-পৃষ্টের বিশালতা দানকারী, পাহাড় পবর্তকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপনকারী, বৃষ্টি বর্ষনকারী, কষ্ট উপশমকারী, যিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছু জানেন, সম্পদ ও সাম্রাজ্য যার হুকুমে ধ্বংস হয়ে যাবে। যিনি নব যুগের সূচনা করেন পুরাতনকে ভেঙ্গে নতুন গড়েন এবং পূনরাবৃত্তি করেন, যিনি সব বস্তুর সৃষ্টি ও ধ্বংসকারী, সকল বস্তুর পরিনতি যার হাতে নিবদ্ধ। যার দয়া ও মহানুভবতা জগৎ জুড়ে, যিনি মেঘেরস্ত র সৃষ্টি করেন এবং যিনি তা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘঠান, কেউ যদি আলাহকে একবার স্মরন করে ডাকেন তবে তিনি সাথে সাথে বহুগুন বহুবার উত্তর দেন।

তাঁর প্রতি অশেষ প্রশংসা। যারা তাঁর নিকট ফিরে গেছে তারা তাঁকে যেমন বিশাল, মহাপরাক্রমশালী দেখে আমিও তাঁকে সেভাবেই স্মরন করি! দেখ, তিনি আলাহ তিনি ভিন্ন মানুষের জন্য অন্য কোন মা' বুদ নেই। তিনি যা কিছু সোজা সুপ্রতিষ্টিত রাখতে চান তা কেউ নষ্ট করতে পারে না। তিনি মুহম্মদ (সঃ) কে ইসলামের আদর্শ প্রচারক হিসেবে প্রেরিত করেছেন, তিনি শাসকদের আদর্শ এবং তাঁদের অত্যাচার উৎপীড়ন, নির্যাতন বন্ধকারী। *উদ* এবং *সাবা* মূর্তির মালিকদের তিনি বিকলাঙ্গ করেছেন, তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, শিখিয়েছেন, (উপযুক্তস্থানে) নিযুক্ত করেছেন এবং পরিপূর্ন করেছেন। তিনি সবকিছু পরিচালনার মূলনীতি প্রতিষ্টা করেছেন এবং তার মধ্যমে সবকিছু সুচারূ রূপে পরিচালনা করছেন। তিনি কিয়ামতের দিন সম্পর্কে গুরূ ত্ব দিয়ে জানিয়েছেন এবং আগাম সতর্ক করেছেন। আলাহ তাকে সম্মানের সাথে যুক্ত করেছেন এবং তাঁর মনে শান্তি দিয়েছেন। এবং আলাহ তাঁর বংশধরদের প্রতি দয়া এবং তাঁর পবিত্র ও সন্মানিত পরিবার বর্গের প্রতি করূ না বর্ষন করূ ন। যতদিন আকাশে সুনিয়ন্ত্রিত তারকারাজি আলো দিবে, যত দিন আকাশে নতুন চাঁদ উঠবে, যতদিন একত্ববাদের (*লা ইলাহা ইলালাহু*) সুর চারদিকে ধ্বনিত হবে।

আলাহ আপনাদের রক্ষা করূ ন! সর্বোত্তম কাজ করার তৌফিক দিন, সুতারং ন্যাংবানদের পথে চলুন, আলাহদ্রোহীদের পথ থেকে দুরে সরে থাকুন। আলাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলুন এবং এ ব্যাপারে সর্থক হোন, আত্নীয়তার বন্ধনকে বজায় রাখুন এবং উহাকে আরও সুদৃঢ় করূ ন। ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করবেন না এবং অসৎ ইচ্ছাকে দুরে সরিয়ে দিন, ধার্মিক ও ন্যায় পরায়নদের সাথে আত্নীয়ের মত বন্ধন সুদৃঢ় করূ ন এবং লোভ ও আমোদ- প্রমোদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করূ ন।

আপনাদের পরিচালক জন্মগতভাবে স্বাধীন, মানুষদের মধ্যে অত্যন্ত পরিপূর্ন, সর্বাধিক উদার এবং সন্মানিত। এবং পরিবারিক ঐতীহ্য সুন্দর ও গৌরবময়। তিনি তোমাদের নিকট এসেছেন এবং তোমাদের আত্নীয়কে অনুমতিক্রমে বিয়ে করে কনে হিসেবে গ্রহন করেছেন। এমন কিছু যৌতুক দেওয়া হয়েছে, যে পরিমান আলাহর রাসুল উম্মে সালামাকে দিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই, তিনিই ছিলেন সবচেয়ে দয়াবান জামাতা, তাঁর বংশধরদের প্রতিদয়ালু, তিনি যার সাথে চেয়েছেন তাদেরকে বিয়ে দিয়েছেন। তিনি তার পছন্দের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন না বা তিনি ভূলে ও যাননি।

তাঁর পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী অনুগ্রহ লাভের আশায় আপনাদের পক্ষ থেকে আলাহর কাছে প্রার্থনা করি এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য যেন তিনি সকলকে উৎসাহিত করেন, তাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এবং পরকালীন জীবনের জন্য এবং প্রত্যেকের শেষ গন্ত ব্যের জন্য যেন উপযক্ত প্রস্তুতি নিতে পারেন। মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য কৃতজ্ঞতা এবং তাঁর মহানবী (সঃ) এর জন্য প্রশংসা।

এই ধর্মীয় প্রার্থনা আলী (আঃ) কারও বিবাহ (*নিকাহ*) উপলক্ষে পাঠ করেছেন সম্ভবত তাঁর নিজের বিয়েতে তিনি এই খুতবা পাঠ করে থাকবেন। বহু পন্ডিত কর্তৃক এই খুতবা উদ্বৃত হয়েছে যথা:

- মুহাম্মদ রিদা আল-হাকিমী, *সালুনি কাবল এন তাফাকিদুনি*, খন্ড-২, পৃ:- ৪৪২-৩
- সাইদ আল মুসাবী, *আল জাতারাহ মিন বিহার মানকিব আলনবী ওয়াআল ইতরাহ*, খন্ড-২, পৃ:- ১৭৯
- হাসুন আল দুলাফী, *ফাদা ইল আল আল রসুল*, পৃ:৬

الخطبة العارية عن النقطة للإمام علي (عليه السلام)

الحمد لله الملك المحمود والمالك الودود مصور كل مولود مآل كل مطرود ساطح المهاد وموطد الأوطاد ومرسل الأمطار ومسهل الأوطار عالم الأسرار ومدركها ومدمر الأملاك ومهلكها ومكور الدهور ومكررها ومورد الأمور ومصدرها عم سماحه وكمل ركامه وهمل وطاوع السؤال والأمل أوسع الرمل وأرمل أحمده حمدا ممدودا وأوحده كما وحد الأواه و هو الله لا إله للأمم سواه ولا صادع لما عد له وسواه أرسل محمدا علما للاسلام وإماما للحكام ومسددا للرعاء ومعطل أحكام ود وسواع أعلم وعلم وحكم وأحكم أصل الأصول ومهد وأكد الموعود وأوعد أوصل الله له الأكرام وأودع روحه السلام ورحم آله وأهله الكرام ما لمع رائل وملع دال وطلع هلال وسمع اهلال.

اعملوا رعاكم الله اصلح الأعمال واسلكوا مسالك الحلال واطرحوا الحرام ودعوه واسمعوا أمر الله وعوه وصلوا الأرحام وراعوها وعاصوا الأهواء واردعوها وصاهروا أهل الصلاح والورع وصارموا رهط اللهو والطمع ومصاهركم أطهر الأحرار مولدا وأسراهم سؤددا وأحلاهم موردا وها هو أمكم وحل حرمكم مملكا عروسكم المكرمه وماهر لها كما مهر رسول الله أم سلمه وهو أكرم صهر أودع الأولاد وملك ما أراد وماسها مملكه ولا وهم ولا وكس ملاحمه ولا وصم اسأل الله لكم احماد وصاله ودوام اسعاده وألهم كلا اصلاح حاله والاعداد لمآله ومعاده وله الحمد السرمد والمدح لرسوله أحمد (ص).